যায়যায়দিন

30 JUL 2008

মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীদের বিশাল একটি অংশ বিভিন্ন মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আর নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে এ অবস্থার দিন দিন আরো অবনতি হচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রমতে, দেশব্যাপী প্রতিদিন অন্তত দেড় লাখ ছাত্রী বিভিন্ন নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করছে আর এদের বেশিরভাগের বয়স আঠারো থেকে উনিশের নিচে। এসব ছাত্রীর বেশিরভাগই রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত কলেজ, সরকারি-বেসরকারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে।

মাদক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এক সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে দেশে ৫০ লাখের অধিক মাদকাসক্ত রয়েছে। তবে কিছুদিন ধরে ছাত্রীরাও এসব মাদকের হাতছানিতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আর এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। জাতিসংঘ পরিচালিত এক জরিপ মতে, বাংলাদেশে অন্তত ৬৫ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে। আর এদের ১৩ শতাংশ মহিলা, বাকি ৮৭ শতাংশ পুরুষ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পারিবারিক কলহ, হতাশা, চাকরি ও প্রেমে ব্যর্থতা এবং অসৎ সঙ্গের কারণে মহিলা মাদকাসক্তের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপকালে মাদকের মোহনীয় মাদকতা সম্পর্কে কিছু কিছু মেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সেই কৌতূহল মেটাতেই অনেক সরলমনা ছাত্রী মাদক গ্রহণ করে ও তাতে আসক্ত হয়ে পড়ে।

বছরের ছাত্রছাত্রীরা সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে অবস্থান করে। কারণ এ বয়সের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের মধ্যে অযথা কৌতূহলের ফাঁদে পা দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এ সময় তারা সব নিষিদ্ধ বস্তু সম্পর্কে জানতে চায়। এগুলোর স্বাদ নিতে চায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাম্পাসে সন্ধ্যা নেমে আসার পর ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদেরও একটি অংশ সিগারেট, গাঁজা এবং ফেনসিডিল খেতে দেখা যায় বলে বাংলাদেশ টুডে'র এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আগারগাঁও, তালতলা বস্তি, আসাদগেট, মগবাজার, তেজগাঁও রেলওয়ে ক্রসিং, মালিবাগ, মতিঝিল, কাঁটাবন, পলাশী ক্রসিংসহ রাজধানীর বিভিন্ন গোপনীয় মাদক স্পটে অনেক ছাত্রী মাদক কিনছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের সামনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রীর মাদক গ্রহণের দৃশ্য চোখে পড়ে। অন্যদিকে বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে

চারপাশে মাদকাসক্ত ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় দেখতে পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় তারা এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নিউমার্কেট পুলিশ স্টেশন সংলগ্ন কাঁটাবন ক্রসিংয়ের মাদক স্পটে পরিদর্শনকালে পার্শ্ববর্তী অনেক ছাত্রছাত্রীকে গাঁজা ও ফেনসিডিলের খোঁজ করতে দেখেছে এ প্রতিবেদক। আগের পরিচিত স্পটগুলোতে মাদক বিক্রি বন্ধ করে দেয়ার পর খুচরা মাদক বিক্রেতারা সেলফোনের সাহায্যে ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আর এভাবে তারা নিরাপদে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব মাদকদ্রব্য ছাড়াও হেরোইন, আফিম, বিয়ার এবং ক্লোবাজাম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উপস্থিতিতেই বিক্রি হচ্ছে। কাঁটাবন ক্রসিংয়ের খুচরা গাঁজা বিক্রেতা সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ টুডেকে এ কথা জানায়।

ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের এক ছাত্রী জানায়, গাঁজা বা ফেনসিডিল সেবন এখন ছাত্রীদের কাছে এক প্রকার ফ্যাশন। প্রথম প্রথম অজানা রোমাঞ্চের টানে তরুণীরা নেশার মরণছোঁয়ায় ধরা দেয়। এক পর্যায়ে হয়ে পড়ে মাদকাসক্ত। পরে নেশা দ্রব্য কেনার টাকা জোগান দিতে ক্রমে অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়ায় তারা। বর্তমানে এই বিদ্যাপীঠটির অনেক ছাত্রী মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিবেদকের কাছে বিষয়টি প্রকাশ করে সে।

সোহরাব সুমন